সংবাদ

তারিখ 12 APR 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কিশোরগঞ্জে ৫৩ ভাগ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীতে ফেল করে ষষ্ঠ শ্রেণীত ভর্তি হয়

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের ১৩টি উপজেলার প্রাইমারি স্কুল থেকে গড়ে ৫৩ দশমিক ৪৬ ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে এবার ভর্তি হয়েছে। ৪৫ দশমিক ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী শতকরা ৩০ থেকে ১০০ নম্বর পেয়ে পাস করে ভর্তি হয়েছে। জেলা শিক্ষা-কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর কবীর আহাম্মদ প্রণীত একটি পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

জরিপে দেখা গেছে, মিঠামইন উপজেলায় পঞ্চম শ্রেণীতে শতকরা ৭৪ জন পাস করে, ২৬ জন ফেল করে, অষ্টগ্রামে ৫৯ জন পাস করে ৪১ জন ফেল করে; সদর উপজেলায় ৫৬ জন পাস করে, ৪৪ জন ফেল করে; পাকুন্দিয়ায় ৫২ জন পাস করে, ৪৮ জন ফেল করে; তাড়াইলে ৪৭ জন পাস করে, ৫৩ জন ফেল করে; ভৈরবে ৪৬ জন পাস করে, ৫৪ জন ফেল করে; নিকলীতে ৪৫ জন পাস করে, ৫৫ জন ফেল করে; কটিয়াদীতে ৪৪ জন পাস করে, ৫৬ জন ফেল করে; বাজিতপুরে ৪০ জন পাস করে, ৬০ জন ফেল করে; করিমগঞ্জে ৩৬ জন পাস করে, ৬৪ জন ফেল করে; কুলিয়ারচরে ৩৬ জন পাস করে ৬৪ জন ফেল করে; হোসেনপুরে ৩৫ জন পাস করে, ৬৫ জন ফেল করে এবং ইটনায় শতকরা ৩৫ জন পাস করে আর ৬৫ জন ফেল করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। অর্থাৎ ১৩ উপজেলায় গড়ে ৪৬ দশমিক ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী থেকে ফেল করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। শতকরা ৫৩ দশমিক ৪৬ জন ছাত্রছাত্রী ফেল করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এ পরিসংখ্যানে কেবল যারা পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে তাদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এর বাইরে বহু ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন এখানেই থেমে গেছে। এ পরিসংখ্যানে আরও জানা গেছে, ১৩টি উপজেলায় গড়ে শতকরা ৭ দশমিক ৯২ জন ছাত্রছাত্রী ৫ম শ্রেণী থেকে শতকরা ৬০ নম্বরের বেশি পেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৬ জন, মিঠামইনে ১৩ জন, পাকুন্দিয়ায় ১০ জন, কটিয়াদীতে ৮ জন, ভৈরবে ৮ জন, তাড়াইলে ৮ জন, বাজিতপুরে ৭ জন, কুলিয়ারচরে ৭ জন, নিকলীতে ৭ জন, অষ্টগ্রামে ৬ জন, হোসেনপুরে ৫ জন, করিমগঞ্জে ২৪ জন এবং ইটনায় ৪ জন রয়েছে।